



ক্লাসে কান ধরে ওঠবস করানোর পর ছাত্রের মৃত্যু!

■ পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ক্লাসে কান ধরে ওঠবস করানোর
পর এক ছাত্র অসুস্থ হয়ে মারা গেছে
বলে অভিযোগ উঠেছে। পড়া না
পারায় পটিয়া উপজেলার মনসা স্কুল
অ্যান্ড কলেজে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র মো.
ফারুককে গতকাল রোববার শান্তি
দেওয়া ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

ক্লাসে কান ধরে ওঠবস করানোর

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

হয়। সে উপজেলার কুসুমপুরা ইউনিয়নের ৭ নম্বর
ওয়ার্ডের কাজীর দীঘির বাড়ির আবুল হোসেনের ছেলে।
শিক্ষিকা তাহেরা বেগম ফারুককে কান ধরে ওঠবস
করানোর একপর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে পটিয়া উপজেলা
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে বিকেল ৫টায় তার মৃত্যু হয়।

মনসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক নুরুল আলম
ফারুকী বলেন, ক্লাসে পড়া না পারায় ষষ্ঠ শ্রেণির সব
ছাত্রকে কান ধরে ওঠবস করান ওই শিক্ষিকা। ছুটির পর
বাড়ি ফেরার সময় স্কুলের মাঠে ছাত্র ফারুক মাথা ঘুরে
পড়ে যায়। ওই ছাত্র আগে থেকেই অসুস্থ ছিল বলে প্রধান
শিক্ষক দাবি করেন। সহপাঠী হৈয়দ নুর খোকন বলেন,
শারীরিক শিক্ষার ক্লাস নেওয়ার সময় পড়া না পারার
कारणे ক্লাসের ছাত্রকে ৫০ বার কান ধরে ওঠবস করানো
হয়। ফারুক সে সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত পুলিশ
সুপার (দক্ষিণ) এমরান ভূইয়া ঘটনাস্থলে যান। এদিকে,
মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী বিক্ষোভ করে।

ঘটনার পর থেকে শিক্ষিকা পলাতক।

সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখার সময় পটিয়া থানার অফিসার
ইনচার্জ (ওসি) শেখ মো. নেয়ামত উল্লাহ বলেন, থানায়
কোনো অভিযোগ হয়নি।

পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র
থাকাকালে ফারুকের হার্টের সমস্যা দেখা দেয়। শারীরিক
দুর্বলতার কারণে সে এক বছর পিছিয়ে যায় হাই স্কুলে
যেতে। ছোট ভাই তার সঙ্গী ছিল। এক বছর পিছিয়ে
যাওয়ার কারণে ছোট ভাই সপ্তম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়।
ফারুকের মা জয়নাব বেগম বলেন, কিছুদিন আগে হার্টের
সমস্যা বৃদ্ধি পেলে ফারুককে ডাক্তার দেখানোর পর
ডাক্তার তাকে এক্স-রে ও ইসিজি পরীক্ষার জন্য দেন।
অর্থাভাবে সময়মতো পরীক্ষাগুলো করা যায়নি।

ফারুক অসুস্থতা নিয়েই সকালে স্কুলে যায়। দুপুরে
টিফিনের ফাঁকে বাড়িতে আসে। টিফিন শেষে আবার স্কুলে
যায় ফারুক। তার এ যাওয়া শেষ যাওয়া হবে, কেউ বলতে
পারেনি।

ব্যানাবেইস	
পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাপ্তি নং.....	
তারিখ.....	
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/উত্তরে	
স্বাক্ষর	

১২